দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 AUG 1991
পৃষ্ঠা 7/2 কলাম 9

108

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ক্রমশঃ অবনতির দিকে

।। মোস্তাক আহমদ ।।

২২ আগস্ট।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির কোন উন্নতি না হয়ে বরং ক্রমশঃ অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে! এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ার ৮ মাসের আজ শেষ দিনে ভিসি হটানোর জন্য আন্দোলনরত ইসলামী ছাত্র শিবির সমর্থিত সংগ্রামী ছাত্রে ঐক্য নতুন করে বিক্ষোভ সমাবেশের কর্মসূচী পালন করেছে। ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর ভিসি অপসারণের আন্দোলনে ঘোষিত কর্মসূচী পণ্ড করতে গিয়ে একটি প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ঐদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। কাল (শুক্রবার) এবং পরশু (শনিবার) যদি সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে সে দিনটি হবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ৮ মাস ২ দিন। এক বছর থেকে মাত্র ৩ মাস ২৮ দিন কম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মূল্যবান জীবন থেকে একেবারে অনাদৃতভাবে খসে পড়েছে এগুরুত্বপূর্ণ সময়টুকু। এ সময়ের মধ্যে মাস্টার্স ডিগ্রী ফাইনাল পরীক্ষাসহ পিছিয়ে পড়েছে পাঁচটি মহামূল্যবান পরীক্ষা। সেশন জট মাস্টার্স ডিগ্রীতে ৪ বছর এবং অনার্সের ক্ষেত্রে ৩ বছরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অথচ এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে অনেকাংশে কম ছিল।

শুধু তা-ই নয়— এ ৮ মাসের মধ্যে ভিসি'র পক্ষ-বিপক্ষের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষে ১ জন নিহত এবং ছাত্র শিক্ষক কর্মচারীসহ আহত হয়েছে দু'শতাধিক। গত ১৪ আগস্ট সর্বশেষ হামলায় বুলেটবিদ্ধ গুরুতর আহত ৪ জনের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। এছাড়াও এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা দু' শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব, কেউ হারতে চায় না। সবাই জেতার জন্যে গত প্রায় সাড়ে সাত মাস ধরে প্রচণ্ড বাকযুদ্ধ করেছে।

ভিসি হটানোর পক্ষে-বিপক্ষে এখনো আন্দোলন অব্যাহত থাকলেও বর্তমানে দু'টি শিক্ষক শিবিরই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। গত ৮ মাসে সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক উদ্যোগ, অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সাথে শিক্ষক প্রতিনিধিদের আলোচনা এবং সর্বশেষ শিক্ষামন্ত্রীর একটি মিশনও ব্যর্থ হয়েছে। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ছাত্র শিবিরের এবং বাইরে শিবির বিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলোর ভিসি'র পক্ষ-বিপক্ষের কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। ইতি মধ্যেই ভিসির বিপক্ষ গ্রুপ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৪৮ ঘন্টা এবং শিবির সমর্থিত সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের ৭২ ঘন্টা ধর্মঘট কর্মসূচী সমাপ্ত হয়েছে।

সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ ভিসিকে সরে যাবার জন্যে আরো ৪৮ ঘন্টা সময় দিয়েছে। তারা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে, ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যদি ভিসিকে সরানো না হয় তাহলে পরে তারা আরো বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা করবে। এবং পরবর্তী যে কোন ভয়াবহ পরিস্থিতি জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সরকারকে দায়ী হতে হবে।

তাদের ইশারা-ইঙ্গিতে ধারণা করা হচ্ছে যে, হয়তবা শিবির সমর্থিত ছাত্রদের তৃতীয় গ্রুপ সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য পুনরায় আরো একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী ঘোষণা করবে। এ কর্মসূচীতে ভিসি'র বাসভবনে লাইট-পানিসহ খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার কর্মসূচী থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ ইস্যুটি ইতিমধ্যেই চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশের ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে দারুণ উৎকণ্ঠার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিটি অভিভাবকের মুখে এখন শুধুমাত্র এ ইস্যুটি বহুলভাবে আলোচিত হচ্ছে।

অপরদিকে আজ একটি অসমর্থিত সূত্র জানায় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কথিত শিবিরের সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্যে তাদের বিপক্ষ গ্রুপ শিগগিরই আরও একটি ঝটিকা হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। মূলতঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে আরো একটি চরম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে আর এভাবেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ হাজার শিক্ষার্থীর জীবন হয়ে পড়ছে সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত।

প্রভোস্ট নাজেহাল

সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ ইনাম-উল-হক আজ ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবির কর্মীদের হাতে নাজেহাল হয়েছেন। আজ সকালে কর্তব্য কাজে যাবার সময় শিবির কর্মীরা তাঁকে গালাগাল করে বলে ক্যাম্পাস থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ডঃ ইনাম-উল-হক জিয়া পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্বদ্যিালয় শাখার আহবায়ক। এদিকে সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্টকে নাজেহালের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সভাপতি ইফতেখার হোসেন চৌধুরী ও প্রচার সম্পাদক আমিনুর রশিদ ভুঁইয়া এক বিবৃতিতে ডঃ ইনাম-উল-হককে নাজেহালের তীব্র নিন্দা করেন এবং নাজেহালকারী সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবী জানান।